২৪/৮/২০০৩

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২.৬ কলাম ...৩...

ধ্বং সোন্মুখ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ কে নেবে কোম লমতি শিশুদের দায়িত্ব

দুঃখজনক
স্বাধীন হওয়া
একটি শিক্ষা
দুঃখজনক
সরকার প্রাথ
নিয়োগের
মেধা ও মান
না। দুই শত
জানা গেছে,
খুবই কম। প্র
শিক্ষকসংখ্যা
আছে, যেখানে
কিন্তু শিক্ষক
থানা প্রাথমিক
শিক্ষা অফিস
নিয়োগ কম দে
অভিযোগ রয়েছে
প্রাথমিক শিক্ষা
দিকে সরকারের
বাংলাদেশ সরকা

হলেও সত্য যে, দেশে
ার ৩০ বছরেও সরকার আমাদের
নীতি দিতে পারেনি। এটা যেমন
তমনিভাবে লজ্জারও ব্যাপার।
মিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক
ক্ষেত্রে দলীয়প্রীতি করে বিধায়,
সম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে
অভিভাবকের সাথে কথা বলে
গুলো মানের শিক্ষক দেশে
মের বিদ্যালয়গুলোতে
খুবই নগণ্য। এমনও স্কুল
শিক্ষার্থী ৩০০/৩৫০ জন
ত্র একজন। যা জেলা ও
শিক্ষা অফিসারদের বৈষম্য।
মের স্কুলগুলোতে শিক্ষক
বসে হাজার হাজার
হ। এরকম বৈশম্যের জন্য
ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। সে
মোটেও খেয়াল নেই।
এমন সব উদভ্রট কাজ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দি য়ে করাচ্ছেন যাতে লেখাপড়া দারুণ ব্যাহত হচ্ছে।

উর্ধ্বতন মহলের উচিত প্রাথমিক শিক্ষকদের মাঠে থেকে স্কুলের শ্রেণী কক্ষে ফি রিয়ে আনা। অন্যথায় দেশ ধাবিত হবে মহাসংকটের দিকে। দেশের সকল শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির আগে প্রাথমিক শি ক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের কোন সমিতি থাকবে না। প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা কমিটি কম পক্ষে এসএসসি পাস লোক থাকবে। অশিক্ষিত লোক দিয়ে স্কুল শিক্ষকদের পরিচালনা ঠিক হবে না। সেই সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি বাড়াতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশের শিক্ষার হার বাড়বে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা হবে উন্নত ও গণমুখী।

গোলাম আশরাফ খান